সংবাদ

NOV. 10 2006

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বেনজীর আহমেদ –সংবাদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে গ্রেস বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্স ফাইনাল পরীক্ষায় (অনিয়মিত) কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ে নির্ধারিত গ্রেস ২ থেকে ৫-এ উন্নীত করার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীরা। তারা আবশ্যিক ইংরেজি বিষয়ের শেষবারের মতো ফের পরীক্ষা দেয়ার অনুমতিরও দাবি জানান।

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীরা এ দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ঢাকা কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ছাত্র বেনজীর আহমেদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গুরু দয়াল সরকারি কলেজের ছাত্র নুরুল আমিন, রুহুল আমিন, মো. শাহজাহান, মো. হেলাল, ইডেন কলেজের ছাত্রী লিজা, ঢাকা কলেজের ছাত্র এসএম শাহ আলম প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীরা বলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই পাস করেছে এবং অনেক পরীক্ষার্থী শুধু কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা ও আবশ্যিক বিষয়ে ফেল করায় সম্পূর্ণ অকৃতকার্য রয়েছে, যা তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত। অনেকে সাবসিডিয়ারি সব বিষয়ে এবং অনার্সের অন্য সব বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়েছে; কিন্তু কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ে ৫০-এর মধ্যে ১৬ নম্বর পেলেই নির্ধারিত গ্রেস নম্বর ২ পেত। ঢাকা কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ছাত্র বেনজীর আহমেদ বলেন, অনেক ছাত্রছাত্রী কম্প্রিহেনসিভে ১০ নম্বরের উপরে পেয়েছে। ফলে শুধু কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ের জন্য অন্য সব বিষয়ে ভাল নম্বর পেলেও কোন লাভ হয়নি। শুধু কম্প্রিহেনসিভ খারাপ করা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই ফের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স কোর্সের কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ে পাস নম্বর না পেলে ন্যূনতম পাস ডিগ্রিও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সে দীর্ঘদিন লেখাপড়া করে আবশ্যিক ইংরেজি সাবসিডিয়ারি ও অনার্সের শুধু কম্প্রিহেনসিভ বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে খুব ভাল নম্বর পেয়ে আমরা এইচএসসি পাসই থেকে যাব। যদি নির্ধারিত গ্রেস ২ থেকে ন্যূনতম গ্রেস ৫-এ উন্নীত করা হয় তাহলে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে কৃতকার্য হয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, বিশেষ বিবেচনায় ১০ পর্যন্ত গ্রেস দেয়ার সংবিধান থাকার পরেও কর্তৃপক্ষ গ্রেস দিচ্ছে না। ২০০৪ সালের এমএ ফাইনাল পরীক্ষায় কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ে নির্ধারিত গ্রেস ছাড়াও তত্ত্বীয় বিষয়ে ১ নম্বর বিশেষ গ্রেস দেয়া করেছে। যার ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীই পাস করেছে। সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কম্প্রিহেনসিভ বিষয়ে গড়ে ৫ নম্বর বিশেষ গ্রেস দেয় তাহলে ২০০৪ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশই ভালভাবে পাস করে যাবে।